তারিখ ... 29 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... 2 ...

আমাদের সময়

রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল থাকছে

বাতিল প্রশ্নে রুল খারিজ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

অবশেষে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহালই থাকছে। সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে অন্তর্ভুক্তির বিধান বাতিলের বিষয়ে জারি করা রুল গতকাল খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। ২৮ বছর আগে ১৫ বিশিষ্টজনের করা একটি রিটের চূড়ান্ত শুনানি শেষে বিচারপতি নাঈমা হায়দার, বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি মো. আশরাফুল কামালের হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চ এ রায় দেন।

হাইকোর্টের এ রায়ের প্রতিক্রিয়ায় অন্যতম রিটকারী অধ্যাপক আনিসুজ্জামান আমাদের সময়কে বলেন, দীর্ঘদিন পর হাইকোর্টে মামলাটির নিষ্পত্তি হলো। আদালতের এ রায়ের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে। এখন পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ হলে তা আইনজীবীদের সঙ্গে বিশ্লেষণ করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেব। সেটা হতে পারে সর্বোচ্চ আদালতে আপিল।

১৯৮৮ সালে সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে অন্তর্ভুক্তির বিধান করার পর এই রিটটি করা হয়েছিল। যদিও '৭২-এর সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম উল্লেখ ছিল না। ছিল ধর্মনিরপেক্ষতার কথা। ১৯৮৮ সালের ৫ জুন সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসনামলে জাতীয় সংসদে অষ্টম সংশোধনী অনুমোদন হয়। একই বছরের ৯ জুন এতে অনুমোদন দেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এরশাদ। এর মাধ্যমে সংবিধানে অনুচ্ছেদ ২-এর পর ২(ক) যুক্ত করা হয়, যাতে বলা হয়, 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম হবে ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে'। এ বিধানের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ১৯৮৮ সালে 'স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি'র পক্ষে রিটটি দায়ের করেন দেশবরেণ্য ১৫ ব্যক্তি। ওই রিটে বলা হয়, বাংলাদেশে নানা ধর্মবিশ্বাসের মানুষ বাস করে। এটি সংবিধানের মূল স্তম্ভে বলা হয়েছে। এখানে রাষ্ট্রধর্ম করে অন্য ধর্মকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এটি বাংলাদেশের অভিন্ন জাতীয় চরিত্রের প্রতি ধ্বংসাত্মক।

তারা হলেন– সাবেক প্রধান বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন, কবি সুফিয়া কামাল, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সাবেক বিচারপতি দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, সাবেক বিচারপতি কেএম সোবহান, অধ্যাপক খান সরওয়ার মুর্শিদ, আইনজীবী সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, কলিম শরাফী, অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন, মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্ত, বদরুদ্দীন উমর, সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। এ রিট দায়েরের দীর্ঘ ২৩ বছর পর ২০১১ সালের ৮ জুন একটি সম্পূরক আবেদন করা হয়। ওইদিনই বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী ও বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুরের হাইকোর্ট বেঞ্চ রুল জারি করেন। রুলে বলা হয়, 'সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলাম অন্তর্ভুক্তি কেন অবৈধ হবে না।' পাশাপাশি শুনানির জন্য আদালত এমিকাস কিউরি হিসেবে ১৪ জ্যেষ্ঠ আইনজীবীকে নিয়োগ দেন। তারা হলেন টিএইচ খান, ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার রফিক-উল হক, ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলাম, ড. এম জহির, মাহমুদুল ইসলাম, এএফ হাসান আরিফ, ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ, ব্যারিস্টার আখতার ইমাম, ফিদা এম কামাল, ব্যারিস্টার আজমালুল হোসেন কিউসি, আবদুল মতিন খসরু, ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন এবং এএফএম মেসবাহ উদ্দিন।

হাইকোর্টে ২৯ ফেব্রুয়ারি রুল শুনানির দিন ধার্য হয় ২৭ মার্চ। পরে রুল শুনানির জন্য ২৮ মার্চের কার্যতালিকায় আসে। গতকালের রায়ের ব্যাপারে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, হাইকোর্টের এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল থাকছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) এই রায়ের ফলে সংবিধানে উল্লেখ থাকা রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল থাকছে। আদালত সবকিছু বিবেচনা করেই রায় দেন। রিটকারীরা চাইলে আপিল করতে পারবেন। এ ব্যাপারে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেন, দীর্ঘদিন পরে হাইকোর্ট এই রিটের রায় ঘোষণা করলেন। এই রায়ের কারণে রাষ্ট্রধর্মের বিষয়ে সংবিধান পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। তবে রিটকারীদের আপিলের সুযোগ আছে।

এদিকে সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল রাখার দাবিতে প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বরাবরে গতকাল সকালে স্মারকলিপি দেয় হেফাজতে ইসলাম। সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের মাধ্যমে প্রধান বিচারপতির কাছে এ স্মারকলিপি দেওয়া হয়। হেফাজতের ঢাকা মহানগর আহ্বায়ক নূর হোসেন কাসেমী স্বাক্ষরিত স্মারকলিপিতে বলা হয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২ক- এ উল্লেখ রয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবে।' তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের এ দেশে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম থাকলে কোনো ধর্মেরই ক্ষতি নেই। বরং সংবিধান মোতাবেক সবারই সমান অধিকার থাকবে।